বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতার জের

CeBIT- এ বাংলাদেশ দল এতিমের মতো ঘুরেছে

জার্মানীর হ্যানোভারে ৮ হতে ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কমপিউটার, প্রিন্টার, পেরিফেরালস, সফটওয়্যার এবং টেলিকমিউনিকেশনস্ প্রদর্শনী। ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মতো এলাকায় ২৩টি বৃহৎ অট্টালিকায় এ প্রদর্শনী প্রতি বছর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাই ছিল ৬ হাজারের বেশি। ৭ দিনের প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম ঘটে ৭ লক্ষাধিক। এখানে সরাসরি বিক্রির কোন ব্যবস্থা নেই, তবে বুকিং হয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে সারা পৃথিবীর কমপিউটার সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এখানে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী কেনা-বেচা করেন। এবং ক্রেতাদের চাহিদা মাফিক ভবিষ্যতে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিক্রেতারা তাঁদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ প্রদর্শনীতে নিজস্ব খরচে ইউএনডিপি ৪ সদস্যের এবং ডাচ সরকারের খরচে ২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। দু'টি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান নিবন্ধটি তৈরি করেছেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রধান নির্বাহী ভূঁইয়া ইনাম লেনিন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতায় পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম কমপিউটার, প্রিন্টার, পেরিফেরালস ও সফটওয়্যার প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ কাজ করতে পারেনি। দলনেতা লিডস্ কর্পোরেশন লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ আব্দুল আজিজের ভাষায় "আমরা তিন এতিম ঘুরে বেড়ালাম এবং চলে এলাম"।

ইউএনডিপি গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আইটিসির মাধ্যমে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জার্মানীর হ্যানোভারে ৮–১৪ মার্চ '৯৫ এর কমপিউটার প্রদর্শনীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরা হলেন দেশের সেরা ৩টি কমপিউটার ও সফটওয়্যার বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান লিডস্ কর্পো.-এর এমডি শেখ আব্দুল আজীজ, সাইটেকের এমডি গোলাম মহিউদ্দিন এবং টেকনোহেভেন-এর প্রেসিডেন্ট হাবিবুল্লা নেয়ামুল করীম এবং ইউএনডিপির একজন সদস্য। সেই মোতাবেক সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে CeBIT কর্তৃপক্ষের মনোনীত কনসালটেন্টদের একটি তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ৩ জনের তালিকা থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১ জনের নাম মনোনিত করে CeBIT কর্তৃপক্ষকে জানালে এই কনসালটেন্ট বাংলাদেশ দলের জন্য ষ্টল, থাকা খাওয়ার এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করে রাখার কথা। কিন্তু ৬ মাস আগে দেয়া তালিকা থেকে ১ জনকে মনোনিত করার সময় হয়নি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। কোন কনসালটেন্ট না থাকায় বাংলদেশ দলটি সফটওয়্যার বিপণন বা পরিচিতি না করে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

দলটির সদস্যগণ বেশ কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে যান প্রদর্শনের জন্য। সেগুলো তারা দেখাতে পারেননি ষ্টলের অভাবে। কোন প্রতিনিধি দলের সাথে কর্মসূচী না থাকায় ফলপ্রসু আলোচনা হয়নি। দলটির থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এঁরা গিয়ে প্রায় ১০০ মাইল দূরে একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং প্রতিদিন প্রায় ১ ঘণ্টার ট্রেন জার্নি করে প্রদর্শনীস্থলে এসে "এতিমের মতো" ঘোরাফেরা করতেন। এরই মাঝে ITC'র জেনেভা অফিসের বাংলাদেশ ডেস্কের Mr. Xuejun Jiang দলটিকে সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিচে দেয়া হল।

শেখ আব্দুল আজিজ, এমডি, লিডস কর্পোরেশন লিঃ

এ ব্যাপারে লিড্স-এর এমডি শেখ আব্দুল আজিজ জানান যে, আলোচনার চেষ্টা চরিত্র করে খুব একটা ফলপ্রসু কিছু করতে পারি নি। কারণ বিদেশীরা এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোন আলোচনা করে না। তবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে এখনো যোগাযোগ চলছে–আশা করছি ভবিষ্যতে বড় ধরণের চুক্তি হবে। জনাব আজিজ আরো জানান যে, বেশীরভাগ দলের প্রতিনিধিরা জানেনই না যে, বাংলাদেশ সফটওয়্যারের কাজ করতে পারবে। তাঁরা ভারত, চীন, শ্রীলংকা, ফিলিপিনসের নাম জানেন এবং ঐ সব দেশের অভিজ্ঞতা আছে বলে তাদেরই কাজ দিতে আগ্রহী। জনাব আজিজ অবশ্য স্বীকার করলেন যে, দেশে উঁচুমানের প্রোগ্রামারের পরিমাণ খুবই কম, এবং এত কম সংখ্যক লোকবল দিয়ে এই মুহূর্তে বড় বড় সফটওয়্যারের কাজ করা কঠিন।

তিনি আরো জানান যে, বিদেশীরা ই-মেইলের অভাবের কথা খুব বলেছেন। কারণ ফ্রান্সের খরচের চেয়ে খরচ অনেকগুণ কম হয় ই-মেইলের যোগাযোগে।

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী জনাব আজীজ জোর দিয়ে বলেন যে, বুয়েট, সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে থেকে ১/২ বছরের প্রোগ্রামিং কোর্স করিয়ে অবিলম্বে প্রোগ্রামার তৈরি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। শেখ আব্দুল আজিজ এ ব্যাপারে সরকারী সক্রিয় উদ্যোগের আহ্বান জানান।

মঈন খান, এমডি, সিএসএল

কমপিউটার সলিউশন লিঃ এর এমডি জনাব মইন খান এবং আইবিসিএস-এর এমডি আবু আহমেদ CeBIT-এ অংশ নেয়ার জন্য যান। কিন্তু জনাব মইন শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনীতে অংশ নিলেও জনাব আবু আহমেদ প্রদর্শনীতে যান নি। IBCS-এর ষ্টলে প্রদর্শনীর সময়ে কেউ ছিলেন না এবং কোন সফটওয়্যার প্রদর্শনী হয় নি। জনাব মইন খান বেশ কিছু সফটওয়্যার প্রদর্শন করেন এবং শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে প্রদর্শনীর দিনগুলোতে সারাক্ষণ ষ্টলে থেকে আগ্রহীদের বাংলাদেশের সফটওয়্যার উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন।

জনাব মইন জানান যে, ইউরোপের সফটওয়্যার মার্কেট ধরতে হলে বেশ উঁচু মানের প্রোগ্রামার দরকার, যা আমাদের দেশে এই মহূর্তে বিরল।

জনাব মইন আরো জানান, সিএসএল একটি জার্মান সফটওয়্যার কোম্পানীর সাথে চুক্তি করেছে। সিএসএল এদেশে সফটওয়্যারের কাজ করবে জয়েন্ট ভেঞ্চারে। এখান থেকে তৈরি হবে উঁচুমানের সফটওয়্যার শুধুমাত্র ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য।

তিনি বলেন বিদেশের বড় বড় কোম্পানীতে কর্মরত বাঙ্গালীদের মাধ্যমেই চুক্তি করা যেতে পারে। জয়েন্ট ভেঞ্চারে চুক্তি করে এদেশের তরুণদের বিদেশী প্রশিক্ষণ দিয়ে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে– যাতে ভবিষ্যতে এদেশীয়রাই অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারে। তিনি জানান যে, ঈদের পরপরই ভুটানের সাথে সফটওয়্যার চুক্তি করছে সিএসএল। পাকিস্তান ও লাওসের সাথে চুক্তিতো রয়েছেই।

জনাব মইন খান বলেন সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া সফটওয়্যার-ডাটাএন্ট্রির কাজ রপ্তানী করা অসম্ভব। সর্বাগ্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন এসব কাজে।

গোলাম মহিউদ্দিন, এমডি, সাইটেক কোঃ লিঃ

প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য সাইটেক কোঃ লিঃ-এর এমডি গোলাম মহিউদ্দিন জানান যে, নিউইয়র্কের একটি কমপিউটার কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে এদেশে কমপিউটার সংযোজনের ব্যবস্থা করবে সাইটেক। জনাব মহিউদ্দিন আরো জানান যে, সাইটেক খুব শীঘ্রই ইউরোপের একটি দলের সাথে দেশের বৃহত্তম সফটওয়্যার কন্ট্রাক্ট করতে যাচ্ছে।

তিনি আক্ষেপ করে জানান বিরাট আকারের মেডিকেল ডাটা এন্ট্রির কাজ পেয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে লোকবল তৈরির পরও টিএন্ডটির ব্যর্থতায় কাজটি এখন পর্যন্ত করতে পারছেন না। অবিলম্বে তিনি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডাটা প্রেরণের সুবিধা দেয়ার জন্য দাবী করেন। *